দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 NOV 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জবিতে বেদখল হওয়া হলগুলো উদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ নেই

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় খুবই নগণ্য। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সর্বাত্মক সহযোগিতা পাচ্ছে না। তৎকালীন কলেজের বেদখল হওয়া ১২টি হলের ৬টি হলের কাগজপত্র পাওয়া গেলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঠিক তদারকির ব্যাপক অভাব। এমনকি দুটি হল পুলিশের দখলে রয়েছে। গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় তা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান-এর পদত্যাগের পর গত ২৬ জুলাই বর্তমান সরকার কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিককে ভিসির দায়িত্বভার দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৬ অক্টোবর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিককে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১০(১) ধারা মোতাবেক ভিসি নিয়োগ প্রদান করা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৫-এর ২৭(৪) আইনের অসংগতিপূর্ণ ধারাসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব আগামী ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সিন্ডিকেট সভায় উপস্থাপন করা হবে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সংশোধনের জন্য প্রেরণ করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন থেকে আগামী জানুয়ারী নাগাদ আরো ৪টি বাড়ানো হবে।

ভিসি বলেন, ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিভাগ খোলা হয়েছে। এ বছর কলা অনুষদভুক্ত আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত নৃতত্ত্ব বিভাগ এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ খোলা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। তাছাড়া আগামী ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ফার্মেসী ও কম্পিউটার সাইন্স এবং অণুজীব বিভাগ খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. আবু হোসেন সিদ্দিক। উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান ও জনসংযোগ কর্মকর্তা সৈয়দ ফারুক হোসেন।